শিবির সন্দেহে তিন শিক্ষার্থীকে মারধর করে পুলিশে হস্তান্তর

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) শিবির সন্দেহে তিন শিক্ষার্থীকে মারপিট করার অভিযোগ পাওয়া গেছে পাবিপ্রবি ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাশ থেকে শিবিরের বইপুস্তকসহ তাদের আটক করা হয়েছে বলে জানা যায়। এরপর রাত ১টার দিকে তাদের পুলিশের কাছে তুলে দেয় পাবিপ্রবি প্রশাসন।

ওই তিন শিক্ষার্থী হলেন লোক প্রশাসন বিভাগের গোলাম রহমান জয়, ইংরেজি বিভাগের আসাদুল ইসলাম এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের আজিজুল হক।

ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের পাশে শিবিরের ১৫-২০ জন কর্মী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিরোধী গোপন মিটিং করছেন বলে খবর পান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী শিক্ষার্থী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এ সময় শিবিরের ছেলেরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ঘটনাস্থল থেকে লোক প্রশাসন বিভাগের জয়, ইংরেজি বিভাগের আসাদ এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের আজিজকে ধরে ফেলেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে নিয়ে যাওয়া হলে তারা শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে স্বীকারোক্তি দেন।

পাবিপ্রবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফরিদুল ইসলাম বাবু বলেন, 'যে ছেলেদের ধরা হয়েছে তারা শিবিরের কর্মী বলে স্বীকার করেছে। তারা প্রশাসনের কাছে লিখিত দিয়েছে, ওরা শিবির করে। আমরা প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা, হল প্রভোস্টসহ সবাইকে ফোন দেওয়ার পর প্রশাসনের সামনে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। পরে আমরা প্রশাসনের সহায়তায় তাদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করি।'

তবে বুধবার (৫ এপ্রিল) সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিক্ষার্থী জয়ের শরীরে আঘাতের একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কামাল হোসেন বলেন, 'ঘটনা শুনে ছাত্র উপদেষ্টা, হল প্রাধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষক আমরা ঘটনাস্থলে যাই। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা শিবির বলে স্বীকার করে নেয়।'

এ বিষয়ে পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কৃপা সিন্ধু বালা বলেন, 'রাত ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কামাল হোসেন থানায় ফোন করে পুলিশের সহায়তা চান। তিনি জানান, ক্যাম্পাসে শিবিরের কর্মী আটক হয়েছেন। তার ফোন

পেয়ে আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই, তিন শিক্ষার্থী রক্তাক্ত অবস্থায় রয়েছেন। পরে আমরা তাদের সেখান থেকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসি।'